জৈব অস্ত্রই একদিন পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হবে দ্বিতীয় পাতায়...
গোবরডাঙা রেল ষ্টেশনের ১৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন তৃতীয় পাতায়...
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে গাইঘাটায় আন্দোলনে বিজেপি তৃতীয় পাতায়...
ঠাকুরনগরে ফুটবল টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ান বনগাঁর আরএস ক্লাব চারের পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 38 ❑ 08 Dec., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পাকা বাড়ির তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পাকাবাড়ির পুরনো তালিকায় নাম থাকলেও দিন কয়েক আগে নতুন তালিকা তৈরি করে অনৈতিক ভাবে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কয়েকশো পরিবারের। এমনই অভিযোগ এনে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাগদা থানার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, এক বছর আগে মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেখানে প্রায় তিন হাজার মানুষের নাম ছিল। দিন কয়েক আগে নতুন করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ৮০০ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম থেকেই এক-দেড়শ গরীব মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাদের তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে, তাদের অনেকেই ভাঙ্গা বাড়িতে বাস করে, কাঁচা বাড়িতে বাস করে অভিযোগ, যে পুরনো বাড়ির তালিকা ছিল, সেই তালিকায়।

এদিন প্রশাসনের লোকজন ঘটনাস্থলে এলে তাদের গড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা।

গৃহবধূ উত্তরা কীর্তনীয়া বলেন "আমরা গরিব মানুষ, কাঁচা বাড়ি, স্বামী বাইরে রাজমিস্ত্রি কাজ করে। আমার নাম পাকা বাড়ির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ যাদের পাকা বাড়ি আছে, অনেক জমি আছে, বাড়িতে বাইক আছে, অনেক টাকা আছে। তাদের নাম ওই তালিকায় রয়েছে।"

মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আসমা তারা মন্ডল অসুস্থ থাকায় এদিন পঞ্চায়েতে আসতে পারেন। তার স্বামী আফজাল আলী মন্ডল বলেন, "স্বচ্ছতার সঙ্গে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। যাদের পাকা বাড়ি আছে কিম্বা আগে টাকা পেয়েছে, তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাতায়...

হাসপাতালের ভেতরেই মুমূর্ষু রোগীকে মারধরের অভিযোগ, ধৃত ১, শুরু রাজনৈতিক তরজা

প্রতিনিধি ঃ হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক রোগীকে মারধোরের অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে রোগীর পরিজনের অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তম বণিক নামে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো বনগাঁ থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত উত্তম ইসিজি করে। একজন মেডিকেল টেকনিশিয়ান। রাতে জরুরী ভিত্তিক প্রয়োজনে হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন রোগীদের ইসিজি করতো সে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে কোন রোগীর জরুরী ভিত্তিক ইসিজি করার প্রয়োজন হলে রোগীর পরিবারের অনুমতি নিয়ে বাইরে থেকে টেকনিশিয়ান এনে ইসিজি করানো হয়। উত্তম হাসপাতালে এসে সেই কাজই করত। রোগীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁর জয়পুর এলাকায় বাসিন্দা কিশোর হালদার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিন দুয়েক আগে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কিশোর বাবুর ছেলে শুভজিৎ হালদার বলেন " গতকাল রাত অবধি বাবা কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। আজ সকালে গিয়ে দেখি বাবা

অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এবং তার শরীরে, মুখে মারের আঘাত রয়েছে।"

আর এক ছেলে অভিজিৎ হালদার বলেন, "জানতে পেরেছি ইসিজি করবার সময় বাবাকে মারধর করা হয়। তার গায়ে মারের দাগ রয়েছে। বাবা চিৎকার চেঁচামেচি করছিল, তাই উত্তম তাঁকে মারধর করেছে।" অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত নেমে উত্তম বণিক নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

মুমূর্ষ রোগীকে মারধরের এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতর শুরু হয়েছে। হাসপাতালের গাফিলতি বলে দাবি করে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, " হাসপাতালের মধ্যে বহিরাগতরা ঢুকে রোগীকে মারধর করছে। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে! সুপার এবং পুলিশ প্রশাসন দ্রুত তদন্ত করে এর ব্যবস্থা নয় আমরা হাসপাতালের সামনে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব। এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "যদি কেউ এমন জঘন্যতম অপরাধ করে থাকে, পুলিশ তদন্ত করে দেখে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে। ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তদন্ত চলছে। বিরোধীরা কোন ইস্যু পাচ্ছেনা। তাই এই ঘটনার ফায়দা তোলার জন্য ভুলভাল বকছে।"

দুর্নীতির অভিযোগে স্মারকলিপি, বিক্ষোভ বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তেমনই অভিযোগ এনে সাত দফা দাবিতে গাইঘাটার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপিকর্মী সমর্থকদের। মঙ্গলবার বিকেলে শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে জড়ো হয়। পরে একটি দল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অফিসার সঞ্জয় সেনাপতির কাছে একটি লিখিত ডেপুটেশন দেয়। প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট সহ ধত মহিলা পাচারকারী

প্রতিনিধি ঃ ১৫ টি সোনার বিস্কুট সহ এক মহিলা পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফের ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার পেট্রাপোল সীমান্তের জয়ন্তীপুর এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, আটক হওয়া ১৫ টি সোনার বিস্কুটের ওজন প্রায় ১৭৪৯.৭২ গ্রাম, যার আনুমানিক মূল্য ৯৭ লক্ষ টাকা। ধৃত পাচারকারীর নাম আকলিমা সরদার। জেরায় ধৃত মহিলা জানায়, তাকে বাংলাদেশের বেনাপোলের এক বাসিন্দা বিস্কুটগুলি দিয়েছিল ভারতীয় এক জনার কাছে দেওয়ার জন্য। রাতে মহিলাকে জয়ন্তীপুর এলাকায় দেখে জওয়ানদের সন্দেহ হয়। তাকে তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় সোনার বিস্কুটগুলি। মঙ্গলবার সকালে সোনার বিস্কুট ও ধৃত মহিলাকে পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে।

আদিবাসী পরিবারে ভুরিভোজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ দীর্ঘদিন এলাকায় দেখা না গেলেও পঞ্চায়েত ভোটের আগে

জনসংযোগ কর্মসূচির শুরু করলেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ দফতরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সোমবার তিনি গিয়েছিলেন বাগদা ব্লকের সিন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুঠিবাড়ি গ্রামে। সেখানে নন্দরাণী সিং নামে এক মহিলার বাড়িতে দুপুরে ভুরি ভোজন করেছেন। ভাত, কাতলা মাছের ঝোল, বুনো আলু, বাঁধাকপির তরকারি ছিল মেনুতে। খাওয়ার আগে তিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সমস্যার কথা শুনেছেন। শান্তনুবাবু যখন মানুষের কাছ থেকে সমস্যার কথা শুনছিলেন তখন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। তৃতীয় পাতায়...

অভিষেক আতঙ্কে ভুগছেন শুভেন্দু দাবী বনমন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আতঙ্কে ভুগছেন বলে দাবি করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার বিকেলে তিনি এসেছিলেন গাইঘাটার ঠাকুরনগরে। এদিন ঠাকুরনগরে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে সিএএ নিয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই মঞ্চ থেকে জ্যোতিপ্রিয় বাবু বলেন, "রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এখন অভিষেক আতঙ্কে ভুগছেন। গতকালকে ওকে মেরে ফেলার পরিকল্পনাও ছিল।

গত ২৬ শে নভেম্বর ঠাকুরনগরের এই মাঠেই সিএএ এর সমর্থনে জনসভা করেছিলেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ওই সভায় এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ওই সভারই পাল্টা সভার তৃতীয় পাতায়...

খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত ৩জনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা

প্রতিনিধি ঃ গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে এই সাজা শোনানো হয়েছে। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় দাস বলেন, এক যুবককে খুনের চেষ্টার অভিযোগে বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেলের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৬ সালে ঘটনাটি ঘটেছিল বনগাঁ থানার দেবগড় এলাকায়। যুবক উৎপল বিশ্বাস নামে এক যুবককে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় রণজিৎ বারুই, সুরেন রায়, দীনেশ মন্ডল নামে তিন ব্যক্তির নামে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পুলিশ রণজিৎ বারুই সুরেন রায় দীনেশ মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে তাঁরা জামিনে মুক্ত ছিল। এদিন তাদের বনগাঁ এ ডি জে ২ আদালতের বিচারক যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৩৮ ❐ ০৮ ডিসেম্বর, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

শিঘ্রই বনগাঁর সড়ক ব্যবস্থা নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন

সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁ এখন যানজটে জেরবার। অথচ একদিকে চলছে রাস্তা সম্প্রসারনের নামে প্রহসন, তো অন্যদিকে চলছে একের পর এক তাপ্পিমারা। আবার কোথাও কোথাও চলছে পরিকল্পনাহীন ভাবে নামমাত্র সৌন্দর্যায়নের কাজ। কিন্তু শহরের যানজট সমস্যা নিয়েই যেন উদাসীন সকলে। সাধারণের কথায়, কিছু না দেখার ভান করে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বনগাঁর প্রশাসনিক মহল। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? একের পর এক বেড়েই চলেছে মৃত্যুর সংখ্যা। উজাড় হচ্ছে সংসার, শূন্য হচ্ছে মায়ের কোল।

আগেই পেরিয়েছে চাকদা রোড সম্প্রসারণের মেয়াদ। অথচ পরিকল্পনার অভাবে ধুলোয় ঢেকেছে শহর। এখন অসময়ের বর্ষার জলে কোথাও কর্দমাক্ত, তো কোথাও জলমগ্ন সড়ক। এদিকে সম্প্রসারণের কারণে এমনিতেই রাস্তা সংকুচিত, তার উপর অবৈধভাবে রাস্তার দুধারে পন্যবাহী গাড়ির পার্কিং-এর কারণে যানজট হচ্ছে যত্রতত্র। যারফলে একের পর এক দুর্ঘটনা লেগেই আছে।

অন্যদিকে বনগাঁ- বাগদা রোড এখন যেন সম্পূর্ণটাই পার্কিং জোন। রাতারাতি গজিয়ে ওঠা পার্কিং-এর দাপটে পন্যবাহী গাড়ির ভিড়ে সমস্ত রাস্তা জুড়ে যানজট লেগেই আছে। অথচ সেখানে ট্রাফিক পুলিশের ভুমিকা সেই নামমাত্রই। রাস্তার খানাখন্দ ঢাকতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাপ্পিমারার চেষ্টা করলেও সামান্য বৃষ্টিতেই সব ধুয়ে যাচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে চলেছে অহরহ। যাতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

গীতা জয়ন্তীতে চাঁদপাড়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪ ডিসেম্বর গীতা পরিবারের চাঁদপাড়া শাখার সদস্যরা এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। এদিন প্রভাতে গীতা পরিবারের অন্যতম কর্ণধার অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নীহাররঞ্জন বিশ্বাস শ্রী কৃষ্ণের প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলান। মিছিলে বয়স্কা মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো অন্যতম সদস্য সুভাষ মল্লিক, তপন বল, শিক্ষক তরুণ মন্ডল, দিলীপ রায় প্রমুখ ভক্ত ধর্মীয় সংগীত ধ্বনিতে গলা মেলান। শোভাযাত্রা শেষে সকলে গীতা পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। পূজা পাঠ শেষে অন্যতম ভক্ত ধর্মপ্রান নীহারবাবু সকলের হাতে ফলাহার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

বিষয়- বিজ্ঞান

জৈব অস্ত্রই একদিন পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হবে

অজয় মজুমদার

উন্নত দেশগুলি কি মানুষের সার্বিক মঙ্গল চায়? মানুষ যখন মহাকাশে যাচ্ছে, তখন তার পরিচয় হলো সে পৃথিবীর মানুষ। সে কিন্তু আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড কিংবা ভারতের মানুষ নয়। তবে কেন মারণাস্ত্র তৈরি করছে। শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্য গবেষণা চালালেই তো পৃথিবীর মঙ্গল হয়।

এপিডেমিয়লজিস্ট এন্ড্রু-র সদ্য প্রকাশিত একটি বই "দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট উহান" ও এই বইতে লেখক অভিযোগ করেছেন যে বিশ্ববাসী যে অতিমারির কবলে পড়েছিল তার জন্য মার্কিন সরকারীই দায়ী। ওহান ল্যাবে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে গবেষণা হয়েছিল তা মার্কিন সরকারের অর্থ এবং প্রযুক্তিতে।

"নিউইয়র্ক পোস্ট" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। তাদের রিপোর্ট বলেছে, ইকো হেলথ নামে নিউইয়র্কের এক সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন অ্যান্ড্রু হাফ। তিনি দাবি করেছেন, চীনে যেসব গেইন অফ ফাংশন এক্সপেরিমেন্ট চালানো

হয়েছিল তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না। তার জেরেই উহানের ল্যাব থেকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল।

পৃথিবী ব্যাপি মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৬,৬৪০৭৭৩ অথবা ১৬.৬ থেকে ২৮.৩ মিলিয়ন (আনুমানিক), মৃত্যুর হার ১.০৩%। বয়স্ক রোগীদের এবং নির্দিষ্ট কিছু অন্তর্নিহিত চিকিৎসা শর্তযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর অসুস্থতার সম্ভাবনা বেশি।

মানুষ যখন দূষিত বাতাস ও কোভিড-১৯ ভাইরাস ধারণকারী কনা থেকে শ্বাস নেয়। অথবা মানুষেরা যখন কাছাকাছি থাকে তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়েই রোগ সংক্রমণ ছড়ায়। তবে দীর্ঘ দূরত্বে থাকলে সংক্রমনের সম্ভাবনা কম থাকে। বাড়ির মধ্যে থাকলে কোন অসুবিধা হয় না। সংক্রমণ ঘটতে পারে যদি দূষিত তরল চোখ কান বা মুখে পৌঁছায়। কোন ক্ষেত্রেই দূষিত পৃষ্ঠের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায় না। সংক্রমিত ব্যক্তিরা সাধারণত ১০ দিনের জন্য সংক্রমিত থাকে। এবং তাদের লক্ষণগুলির বহি: প্রকাশ না দেখা গেলেও ভাইরাস ছড়াতে পারে। মিউটেশন বা পরিব্যক্তিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় সংক্রমণতা

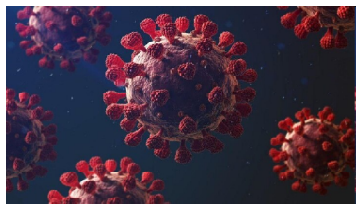

সহ অনেক স্ট্রেন ভেরিয়েন্ট তৈরি করছে। এক ভ্যারিয়েন্ট এর সংক্রমণ ক্ষমতা এক এক রকম ও আবার কোন কোন ভেরিয়েন্টের ক্ষমতা ভীষণই মারাত্মক।

গেইন অফ ফাংশন রিসার্চ হল এক ধরনের চিকিৎসা গবেষণা, যা জিনগতভাবে একটি জীবকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, যা জিন প্রোডাক্টের জৈবিক কার্যকারিতাকে উন্নত করতে পারে।

চীন প্রথম দিন থেকেই জানতো, এটা জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্ড একটি এজেন্ট। নিউইয়র্ক পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী দ্যা সানকে অ্যান্ড্রু বলেছিলেন, চিনের হাতে এক ধরনের বিপজ্জনক প্রযুক্তি তুলে দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারকেই দোষ দিতে হয়। উনি আরও বলেছিলেন আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম— ওদের হাতে জৈব অস্ত্রের প্রযুক্তি তুলে দেওয়ার জন্য।

মানুষ মারার জন্য আর পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজন হবে না। জৈব প্রযুক্তিই যথেষ্ট। তার প্রমাণ কোভিড-১৯। কত মানবসম্পদ যে অকালে ঝরে গেল তা আমাদের সহ্য সীমার বাইরে। আমরা আবারো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। সংক্রমণের মুনাফা ঘরে তুলে নিল বেশ কিছু দেশ।

ওষুধ, স্যানিটাইজার, নানা রকমের মাস্ক। বেসরকারি হাসপাতাল গুলো তো লাগামছাড়া মুনাফা করে নিল। চিকিৎসার নামে মুনাফার হাতছানি। একে নিয়ন্ত্রন করার কেউ নেই।

জাগ্রত মা করুণাময়ী

জাগ্রত মা করুণাময়ী কালী মন্দিরকে ঘিরে নানান অলৌকিক ঘটনা এবং জনশ্রুতি রয়েছে। এই সুন্দর মন্দির গড়ে ওঠার পেছনে যে ঘটনাবহুল কাহিনি রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে শোনালেন— নির্মল বিশ্বাস ।

নির্মল বিশ্বাস

আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। সময়টা ছিল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। তখন গৌড়ের রাজা আদিশূর বা জয়ন্ত। তিনি এক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করার জন্য কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের অন্যতম হলেন মহর্ষি সাবর্ণের গোত্রভূক্ত পণ্ডিত বেদগর্ভ। মহারাজ আদিশূর বেদগর্ভকে ব্রহ্মশাসন দান করে। তিনিই বর্তমান মালদহ জেলার বটগ্রামে (লাটরি) নিষ্কর জমি প্রদান করেন। ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের রাজা ধর্মপালের অধিকারে আসার পরেই বেদগর্ভ চলে এলেন রাঢ় বাংলায়। তখনও পর্যন্ত বেদগর্ভের সঙ্গে আদিশূরের সম্পর্ক অটুট ছিল। বেদগর্ভের পুত্র হলায়ুধ বর্ধমানের গাঙ্গুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। গাঙ্গুরে বসবাস করার সূত্রেই গাঙ্গুলি পদবিতে পরিচিত হন। বেদগর্ভের অধস্তন একাদশ পুরুষ একসময় কুলপতি সেন রাজাদের অনুগামী হন।

ঊনবিংশতি তম পুরুষ পঞ্চানন ছিলেন পাঠান রাজদরবারের বিশ্বস্ত কর্মচারি। দিল্লির তরফে তিনি খাঁ পদবি পান। একবিংশতি তম পুরুষ কামদেব ছিলেন একজন সংসারি হয়েও সাধক পুরুষ। মহারাজ মান সিংহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয় ১৫৭০ সালে। ইনি ছিলেন সংস্কৃত সহ বাংলা ও পারসিক ভাষায় দক্ষ। তিনিও ছিলেন নবাব সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি। মহারাজ মান সিংহের সুপারিশে মোঘল রাজদরবার থেকে তিনি মজুমদার ও রায়চৌধুরি উপাধি পেয়ে লক্ষ্মীকান্ত হয়ে গেলেন হাবিলি শহর বা অধুনা হালিশহরের জমিদার। ওই সময়ে কলকাতাও ছিল লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার রায়চৌধুরির জমিদারের অধীন। এই লক্ষ্মীকান্তের পুত্র গৌরী রায় ১৬৪৫ সালে কলকাতার কাছে বর্তমান নিমতায় এসে বসবাস শুরু করেন। গৌরী রায়ের দুই পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমন্তের পুত্র কেশবরাম ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে নিমতার পাট চুকিয়ে তিনি মাগুরা পরগনার বরিশা গ্রামে এসে বসবাস শুরু

করেন।

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির নবাব আওরঙ্গজেব কেশবরামকে রায়চৌধুরি উপাধি প্রদান করেন। ওই সময় কালীঘাটে প্রচুর তীর্থযাত্রী ও ভক্ত সমাগম হতে শুরু করে। তখন তীর্থযাত্রা ও ভক্তদের সুবিধার্থে কেশবরাম কালীঘাটের মন্দির থেকে আদি গঙ্গারঘাট পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ করেন। কেশবরামের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব রায়চৌধুরির একমাত্র পুত্র নন্দদুলালের জন্ম হয় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বিবাহের পরবর্তী সময়ে নন্দদুলাল পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর নন্দলালের এক কাকা ছিলেন কেশবরাম রায়চৌধুরি। কেশবরামের চতুর্থ পুত্র শিবদেব বহু অর্থ ব্যয় করে প্রথম কালীঘাটে কালী মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। শিবদেবের উত্তরসূরি রাজিবলোচন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির তৈরি শেষ করেন। পরবর্তীকালে শিবদেব সন্তোষরাম রায়চৌধুরি নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

নন্দদুলালের তিন পুত্র ও এক কন্যা। এঁরা হলেন রাঘবেন্দ্র, রামচরণ জগন্নাথ ও করুণাময়ী। নন্দদুলাল ছিলেন গৃহী সাধক। প্রথম থেকেই তিনি মা কালীর সাধনায় ব্রতী হন। তিনি কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভও করেন। বর্তমানে টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালী মন্দির ও বিগ্রহ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। আমরা এখন সে কাহিনিতে ফিরে যাচ্ছি।

সময়টা ছিল ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ। শীতকালের এক পড়ন্ত বেলা। আদি গঙ্গার বুকে তখন প্রবল ঢেউ। আর সেই ঢেউ ঠেলে এগিয়ে চলেছে একখানি বজরা। ছপছপ দাড় টানছে মাঝিমাল্লারা। তাদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল, যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে কলকাতা।

পরবর্তী সংখ্যায়

খাঁটুরা চিত্তপট এর নাট্য কর্মশালা

প্রতিনিধি : খাঁটুরা চিত্তপট বিগত দশ বছর ধরে নিজেদের নাট্য চর্চায় নিয়োজিত রেখেছেন। নতুন নাট্য প্রযোজনার পাশাপাশি প্রত্যেক বছর নাট্য উৎসব, সেমিনার, সর্ব সাধারণের জন্য নাট্য কর্মশালা আয়োজন করে। থিয়েটার ইন এডুকেশন এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁরা নাট্য কর্মশালা করান। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এতদঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে ৭ থেকে ৮ ই ডিসেম্বর ২ দিন ব্যাপী নাট্য কর্মশালা করান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সহ-শিক্ষক নিশিকান্ত বিশ্বাস এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা সাফল্যর সাথে সম্পন্ন করে চিত্তপট। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের এই কর্মশালাকে ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। খাঁটুরা চিত্তপট এর পক্ষ থেকে এই কর্মশালা পরিচালনা করেন চিত্তপট এর নির্দেশক অভিনেতা শুভাশিস রায়চৌধুরী এবং তাঁকে যোগ্য সংগত করেন চিত্তপট এর অভিনেতা সুরজিৎ হালদার ও শঙ্খদীপ রায়চৌধুরী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন তাঁর স্বাগত ভাষণে এবং বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমগ্র কর্মশালার তত্ত্বাবধান করেন শিক্ষক নিশিকান্ত বিশ্বাস। চিত্তপট এর পক্ষ থেকে শুভাশিস জানান, এমন এক ঐতিহ্যমন্ডিত বিদ্যালয়ে তথা তার নিজের বিদ্যালয়ে নাট্য কর্মশালা করাতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উৎসাহ দেখে শুভাশিস, সুরজিৎ, শঙ্খদীপরা কথা দেন আগামীতেও তাঁরা নাট্য কর্মশালা করাতে আগ্রহী।

গোবরডাঙা রেল ষ্টেশনের ১৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিকঃ ১৮৮৩ সালের ৭ ডিসেম্বর গোবরডাঙা রেলষ্টেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবছর গোবরডাঙা রেলষ্টেশন ১৪০তম বর্ষে পদার্পন করেছে। গোবরডাঙা রেলযাত্রী সমিতি গত ৭ ডিসেম্বর রেল ষ্টেশনের ১৪০তম জন্মদিন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে। এদিন অপরাহ্নে ১নম্বর প্ল্যাটফর্মে রেলযাত্রী সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ কর্মী প্রবীর কুমার মজুমদারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। গোবরডাঙার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সমীর কিশোর নন্দী, শিক্ষক ও সমাজ কর্মী কলিপদ সরকার, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সম্পাদক ও পরিবেশ কর্মী দীপক কুমার দাঁ, স্থানীয় কাউসিলর রত্না চৌধুরী প্রমুখ। আহ্বায়ক বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজসেবী পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান। জন্মদিন উপলক্ষ্যে দীপক দাঁর সম্পাদনায় ও রেলযাত্রী সমিতির সহযোগিতায় প্রকাশিত গোবরডাঙায় এল রেলগাড়ি ও 'প্রতিষ্ঠা ঘিরে ফিরে দেখা' পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন পৌরপতি শংকর দত্ত। সভাপতি প্রবীর বাবু গোবরডাঙা রেলষ্টেশনের জন্মদিন পালনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে রেলযাত্রী সাধারনের কিছু সমস্যা সমাধানে কিছু দাবি উত্থাপন করেন। আহ্বায়ক পবিত্রবাবু তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় রেলের সূচনা এবং রেলস্থাপনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ভারতবর্ষে ১৮৫৩ সালে মহারাষ্ট্রের বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়। আর অবিভক্ত বাংলায় ১৮৬২ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়। তার আগে ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে ৩৭ মাইল দূরের হুগলী ষ্টেশন পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়। আর তারপর দমদম থেকে দত্তপুকুর পর্যন্ত রেলপথ চালু হয় ১৮৮৩ সালের ২ এপ্রিল। এরপর ১৮৮৩ সালের ৭ ডিসেম্বর দত্তপুকুর থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত এবং তৃতীয় দফায় গোবরডাঙা থেকে বনগাঁ অবধি ট্রেন চালু হয় ১৮৮৪ সালের ২২ এপ্রিল। তাঁর আগে অবশ্য ১৮৬২ সালে রানাঘাট থেকে বনগাঁ হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও পরে খুলনা অবধি ট্রেন চলাচল শুরু হয়। শিয়ালদহ থেকে গোবরডাঙা ও বনগাঁ অবধি রেলপথ চালুর পিছনে গোবরডাঙার কৃতি সন্তান শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্নের অবদান ছিল যথেষ্ট। গোবরডাঙা রেলষ্টেশন ষ্টেশন ও রেলযাত্রী সাধারনের সুবিধার্থে রেলযাত্রী সমিতির সভাপতি প্রবীরবাবু বলেন, ষ্টেশনের পশ্চিম দিকের যাত্রীদের সুবিধার্থে ১টি টিকিট কাউন্টার বা ২ ও ৩ নং প্ল্যাটফর্মে ভেন্ডিং মেশিন বসানোয় সকাল ও বিকাল বেলায় গোবরডাঙ্গা লোকাল ট্রেনকে চালুর এবং করোনাকালে বন্ধ হওয়া গোবরডাঙ্গা ও বনগাঁ লোকালগুলোকে ফের চালু করার, ক্যানিং লোকাও মাঝেরহাট লোকালকে আপে বনগাঁ পর্যন্ত ফেরানোর এবং স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজটির সংস্কার এবং ব্রিজের উপর শেড দেবার এবং সেই সঙ্গে স্টেশনের সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাউন্টার পূর্ণ সময়ের জন্য খোলা রাখারও দাবি জানানো হয়। ৬ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ঠিক ১২টা ১ মিনিটে রেলযাত্রী সমিতির সদস্যরা কেক কেটে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ৭ তারিখ সন্ধ্যায় রেলযাত্রী ধীরাজ রায়ের স্বরচিত কবিতা পাঠ ও অন্যতম সংগঠক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি এবং স্থানীয় রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার সদস্যদের মনোজ্ঞ সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশনের ১৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে তোলে। এলেকার মানুষজন স্টেশনের জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানটিকে বেশ উপভোগ করেন।

বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঢাকুরিয়ায়

নীরেশ ভৌমিকঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণে এক মহতী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়ার বসিন্দা ধর্মপ্রান প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস। আগামী ১২ ডিসেম্বর সকালে ঢাকুরিয়া চৌমাথায় বকচরা মোড় পার্শ্বস্থ মন্দিরে মঙ্গলারতি ও পূজাপাঠের মধ্য দিয়ে ৩ দিন ব্যাপি নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। ধর্মপ্রান প্রকাশবাবুর উদ্যোগে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলেকার ধর্মপ্রাণ মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ছে।

ভুরিভোজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর

সাংসদকে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। বলছিলেন," লোকসভা ভোটে
জেতার পর তো আর ওনাকে এলাকায় দেখা যায়নি। এখন পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার মিথ্যে কথা বলতে এসেছেন।" এ দিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ শান্তনুবাবু কুঠিবাড়ি গিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন ছিল নিরাপত্তার জন্য। সাংসদ আসতেই বাড়ির মহিলারা কাজ ফেলে ছুটে আসেন তাঁর কাছে সমস্যার কথা জানাতে।

গ্রামবাসীরা সাংসদের কাছে জানান, তারা পাকা বাড়ি পাননি। একশো দিনের কাজ প্রকল্পে কাজ করে টাকা পাননি। আরও অনেক সমস্যার কথা জানানো হয়। নন্দরাণীদেবী বলেন," আমরা কী অসহায় অবস্থায় রয়েছি তা দেখাতে সাংসদকে বাড়ি গিয়ে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এসেছিলাম। একটা বাড়ি পর্যন্ত পাইনি।" সব সমস্যার কথা শুনে সাংসদ তা লিপিবদ্ধ করে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তবেগ্রামবাসী জানাচ্ছেন, তারা অনেক আশ্বাস পেয়েছেন। প্রতিশ্রুতি শুনতে চান না। তারা কাজ দেখতে চান। সিন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য বিকাশ রায় মন্ত্রীকে বলেন," বিরোধী দলের সদস্য হওয়ার কারণে আমি কোনও কাজ করতে পারি না।"

সব শুনে শান্তনুবাবু বলেন," আমার আয়ত্বের মধ্যে যতটা আছে আমি করব। বাকিটা পঞ্চায়েতের উপর চাপ সৃষ্টি করব।" তিনি অভিযোগ করে বলেন," আমার সাংসদ তহবিলের টাকায় এলাকায় রাস্তা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পঞ্চায়েত টাকা নেয়নি। টাকা রিটার্ন চলে গিয়েছে।" এ দিনও মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে শান্তনুবাবু বলেন," আগেই বলেছি, ২০২৪ সালের আগে সিএএ কার্যকর হবে। আইন যখন হয়েছে, কার্যকর করতেই হবে।" তিনি জানান, তৃণমূল মতুয়া ঠাকুরবাড়ি নিয়ে জঘন্য রাজনীতি করেছিল বলে তাদের বিদায় দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ঠাকুরবাড়ির অনেকের প্রাণহানির কারণ। সময় মতো ওঁরা টের পাবেন।''

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ দিন বানেশ্বরপুর এলাকায় গিয়ে চায়ে পে চর্চা কর্মসূচি করেন। বনগাঁ মণিগ্রাম এলাকায় গিয়ে কর্মসূচি পালন করেন।

সাংসদের জনসংযোগ নিয়ে সমালোচনা করেছে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন," এতকাল সাংসদের মুখ মানুষ দেখতে পাননি। কোনও উন্নয়ন করেনি। করোনা ও আমপানে মানুষকে ওকে খুঁজে পায়নি। মানুষকে সাংসদকে বর্জন করে দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে পিকনিক করে কোনও লাভ হবে না।"

সিন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সৌমেন ঘোষ বলেন," কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়নি বলেই মানুষকে পাকা ঘর দেওয়া যায়নি। একশো দিনের কাজ প্রকল্পে টাকা দেওয়া যায়নি মানুষকে। সাংসদ এলাকার উন্নয়নে পঞ্চায়েতকে ১ টাকা দেয়নি। পুরো ভাঁওতা দিতে এসেছে।"

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে গাইঘাটায় আন্দোলনে বিজেপি

নীরেশ ভৌমিকঃ অবশেষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার এ রাজ্যের সরকারের কাছে প্রথম কিস্তিতে ইতি মধ্যে আট হাজার দুশো কোটি টাকা এসেছে। এই টাকায় রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য ১১ লক্ষাধিক বসত গৃহ তৈরি হবে। আবাস যোজনায় প্রকৃত দরিদ্র মানুষজনের নাম নথিভূক্ত করার সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাদের উপর, গ্রামে গ্রামে করোনা ডেঙ্গি প্রতিরোধে সাধারন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা, এলেকার সেই সমস্ত আশা ও আইসিডিএসকর্মীদের উপর। এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছেন তারা। প্রকৃত দরিদ্র উপভোক্তা বাছতে গিয়ে শাসানি ও হুমকির সম্মুখিন হচ্ছেন আশা ও আইসিডিএসকর্মীগণ। নিরুপায় হয়ে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এই কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য স্মারকলিপি পেশ করছেন আশাকর্মীরা। রাজ্যের কয়েকটি জেলায় এধরনের ঘটনা ঘটায় গাইঘাটার বিজেপি নেতৃত্ব দলতন্ত্র ও দুর্নীতি বন্ধ করে গ্রামের গৃহহীন ও প্রকৃত দরিদ্র দরিদ্র মানুষেজনকে কেন্দ্রের আবাস যোজনায় অন্তর্ভূক্ত করার দাবিতে গত ৬ ডিসেম্বর গাইঘাটার বিডিও'র নিকট স্মারক লিপি পেশ করেন। এই প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তা বাছাই করতে সর্বদল কমিটি গঠনেরও দাবি জানান তাঁরা। এদিনের বিজিপির ডেপুটেশনে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাস, বর্ষিয়ান বিজেপি নেতৃত্ব সুদেব সিকদার, অমর সাহা, তপন দাস, তরুণ হালদার, সঞ্জীব দাস, বিশ্বাজিৎ ঘোষ, কৃষেন্দু রায়, দেবদুলাল বৈরাগী, বুথ সভাপতি তুলসী ঘোষ, মহিলানেত্রী নিবেদিতা সরকার ও অপর্না বিশ্বাস প্রমুখ।

এদিন মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজিপি নেতা ও কর্মীগণ হাতে প্ল্যাকার্ড ও স্লোগান সহ মিছিল করে ব্লক কার্যালয়ে আসেন সেখানে। এক জমায়েতে বিজেপি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ শুধু আবাস যোজনার দুর্নীতি ছাড়াও এস,এস,সি ও টেট দুর্নীতি সাথে যুক্তদের সকলের কঠোর সাজা প্রদান ও ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়কে দলীয় অফিসে পরিনত করা চলবে না। ৬০ উর্দ্ধ সমস্ত মানুষকে বার্ধক্য ভাতা প্রদান, যুবক যুবতীদের ভাতা নয়, চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে হিংসা, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি ও রাজনীতি ভয়মুক্ত বাংলা গড়ে তোলার দাবিও জানান। শুধু তাই নয়, অবৈধভাবে এলাকার খাল, বিল, পুকুর ও জলাভূমি ভরাট বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবার ও জন্য দাবি জানান, এই সমস্ত দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ না হলে ঝাঁটা হাতে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে অভিযান হবে বলে সমাবেশে দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস ঘোষণা করেন।

পাকা বাড়ির তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

প্রথমপাতার পর...

আগামী দিনে আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হবে। এ বিষয়ে আন্দোলন করলেও আমাদের কিছু করার নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে। যদি ভুলবশত কারো নাম বাদ চলে যায়, সেটা প্রশাসনের কর্তারা অবশ্যই দেখবেন।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি দিলীপ কর্মকার, পিতা- প্রয়াত অনিল কর্মকার, গ্রাম - কোলা, পোষ্ট- বাগদহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, আমি বনগাঁ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক হলফ নামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আমার আধার কার্ড নং ৫২৯৭ ২৫৬৩ ৫৭৩৩ এবং ভোটার আইডি কার্ড নং WB/13/084/225527- তে আমার নাম দিলীপ কর্মকার এবং ভুল বসতঃ আমার UBI ব্যাঙ্কে (বর্তমানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক), সেভিংস পাসবুক, বাগদহ শাখা, A/C নং 0531010104096 তে আমার নাম দিলীপ কর্মকারের জায়গায় দিলীপ কুমার কর্মকার হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। বনগাঁ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, দিলীপ কর্মকার এবং দিলীপ কুমার কর্মকার এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NIF
১০ম জাতীয় নাট্য উৎসব রঙ যাত্রা
Gobardanga NAKSHA
পরিবেশনায় - গোবরডাঙ্গা নক্সা যোগাযোগ - ০৯৪৩৪৪০১১৮২ / ০৮৯১৮৫৫৯৬৮৫
১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর ২০২২ স্থান- গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্র
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ ১৭ই ডিসেম্বর বিকেল ৫টা সহযোগিতায়- গোবরডাঙ্গা পৌরসাভা আর্থিক সহায়তা - সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার

	6:30 p.m.	7:30 p.m.		6:30 p.m.	7:30 p.m.
17.12.22	নাটকঃ চিত্রাঙ্গদা সময়ঃ ৮৫ মি. নাটক ও নির্দেশনাঃ ভূমিসুতা দাস গোবরডাঙ্গা নক্সা, পঃ বঃ		18.12.22	নাটকঃ চিত্রাঙ্গদা সময়ঃ ৮৫ মি. নাটক ও নির্দেশনাঃ ভূমিসুতা দাস গোবরডাঙ্গা নক্সা, পঃ বঃ	
19.12.22	নাটকঃ চেইথেং (অ্যাগনি) সময়ঃ ৬২ মি. নির্দেশনাঃ ডঃ ইয়মনাম সদানন্দ সিং ইম্ফল, মণিপুর	নাটকঃ ছোট ছোট বড়রা সময়ঃ ৬০ মি. নাটক ও নির্দেশনাঃ দেবাশিব গোবরডাঙ্গা নক্সা, পঃ বঃ	20.12.22	নাটকঃ কেন পল্টু জোরে ছোটে সময়ঃ ৮৬ মি. নাটকঃ রাজা বিশ্বাস নির্দেশনাঃ অমিত সাহা বিদূষক নাট্যমন্ডলী, পঃ বঃ	
21.12.22	নাটকঃ ইয়েস সময়ঃ ৪০ মি. নাটক ও নির্দেশনাঃ ভূমিসুতা দাস গোবরডাঙ্গা নক্সা, পঃ বঃ	নাটকঃ হুলো সময়ঃ ৪৫ মি. নাটকঃ মৈনাক সেনগুপ্ত নির্দেশনাঃ আশিস দাস গোবরডাঙ্গা নক্সা, পঃ বঃ	22.12.22	নাটকঃ কী চাহ শঙ্খচিল সময়ঃ ৭০ মি. রচনাঃ মমতাজউদ্দীন আহমেদ নির্দেশনাঃ খোরশেদুল আলম শব্দনাট্যচর্চা কেন্দ্র, বাংলাদেশ	নাটকঃ প্যান্ডেমিক সময়ঃ ৪৫ মি. নাটক ও নির্দেশনাঃ ভূমিসুতা দাস গোবরডাঙ্গা নক্সা, পঃ বঃ
23.12.22	নাটকঃ চৈতন্য সময়ঃ ১৪৫ মি. রচনাঃ হর ভট্টাচার্য্য নির্দেশনাঃ সুদীপ্ত দত্ত গয়েসপুর সংলাপ, পঃ বঃ		24.12.22	নাটকঃ আমি জগদীশ সময়ঃ ১১৫ মি. রচনাঃ সুদীপ্ত ভৌমিক নির্দেশনাঃ সৌমেন্দু ভট্টাচার্য ই. সি. টি. এ. নিউ জার্সি, আমেরিকা	
25.12.22	নাটকঃ একটি শব্দহীন সন্ধ্যা মাইম ও এরিয়াল পারফরমেন্স সময়ঃ ৪০ মি. শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়	নাটকঃ আলোর গান সময়ঃ ৪০ মি. নির্দেশনাঃ প্রতীক্ষা খাসনিস অ্যা টিনি টেলস থিয়েটার কোম্পানি পুনা, মহারাষ্ট্র	26.12.22	নাটকঃ কোথাকার চরিত্র কোথায় রেখেছো সময়ঃ ১২০ মি. নির্দেশনাঃ দেবেশ চট্টোপাধ্যায় সংসৃতি, প. ব.	

কবি বিনয় মজুমদারের প্রয়াণ দিবসে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা ঠাকুরনগরে

নীরেশ ভৌমিক ঃ ফিরে এসো চাকা কাব্য গ্রন্থের স্রষ্ঠা কবি বিনয় মজুমদারের ১৭তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে এবছর আন্তর্জাতিক লিটন ম্যাগাজিন মেলার আয়োজন করেছে কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটি। ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন কবির বাসভবন প্রাঙ্গণে আগামী ৯-১১ ডিসেম্বর এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলা উপলক্ষে কবির বাসভবন প্রাঙ্গণ ও শেষ কৃত্যস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে কবির বিভিন্ন কবিতার উপর চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদের অংকন শিল্পী ও শিক্ষার্থীগণ।

মেলা কমিটির সম্পাদক রমন দে ও আহ্বায়ক শূদ্রক উপাধ্যায় জানান, ১১ ডিসেম্বর কবির প্রয়াণ দিবসে এবছরের বিনয় স্মারক সম্মান প্রদান করা হবে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিভাস রায় চৌধুরীকে, নাট্যকার শুকচাঁদ সরকার পুরস্কার প্রদান করা হবে অমিত কুমার বিশ্বাসকে। চাকা সাহিত্য সম্মান-২০২২ প্রদান করা হবে ওপার বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক নাহিদা আসরাফিকে। একুশ সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হবে অমিত সাহাকে। এদিনের অনুষ্ঠানে কাব্য-সাহিত্য জগতের বন্ধু বিশিষ্টজন উপস্থিত থাকবেন বলে অন্যতম সংগঠক দীপক মিত্র জানান।

সার্বভৌম সমাচার
পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯, ৭০৭৬২৭১৯৫২, ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

ঠাকুরনগরে ফুটবল টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ান বনগাঁর আরএস ক্লাব

নীরেশ ভৌমিক ঃ স্বাস্থ্যই সম্পদ— এই আপ্তবাক্যকে পাথেয় করে যাঁরা নিয়মিত শরীর চর্চা করেন, প্রতিদিন প্রত্যুষে প্রাতঃভ্রমনে অংশ গ্রহন করেন, ঠাকুরনগরের নবগঠিত সংগঠন স্বাস্থ্যই সম্পদ সংগঠনের সদস্যরা। গত ৪ ডিসেম্বর তারাই আয়োজন করেন এক আকর্ষনীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। স্থানীয় আনন্দপাড়া নরহরি বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন খেলার মাঠে এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত ভেটারেস ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। টুর্নামেন্টে নদীয়া, কলকাতা সহ জেলার ৮টি দল অংশ গ্রহন করে।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান ফুটবলার জি, এল, মিত্র, দীপক হাওলাদার, সমরেন্দ্র দেবনাথ, কার্তিক দাস, ক্রীড়া সংগঠক অসীম বর, আমিনুল ইসলাম, প্রভাষ বিশ্বাস ও ক্রীড়া শিক্ষক রামকৃষ্ণ মজুমদার প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্রীড়াপ্রেমী স্বাস্থ্যই সম্পদ সংগঠনের সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বনগাঁর আর এস ক্লাব গোবরডাঙার মিলন সংঘের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্য থাকে। টাইব্রেকে বনগাঁ আর এস ক্লাব ৩-১ গোলে গোবরডাঙার মিলন সংঘকে পরাস্ত করে

টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে। উদ্যোক্তরা বিজয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়কের হতে দর্শনীয় ট্রফি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অন্যান্য দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়দের এই ব্যতিক্রমীধর্মী টুর্নামেন্টের খেলাগুলি বেশ উপভোগ করেন। স্থানীয় আনন্দপাড়া পল্লীসেবা সমিতি ও সমাজ সেবি সংস্থা বেডসের সহযোগিতায় স্বাস্থ্যই সম্পদ সংগঠন আয়োজিত এদিনের আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট সার্থক হয়ে ওঠে। অন্যতম সংগঠক রামকৃষ্ণ মজুমদার জানান, আগামী দিনেও স্বাস্থ্যই সম্পদ সংগঠনের এই টুর্নামেন্ট পরিচালনার ইচ্ছে রয়েছে।

অভিষেক আতঙ্কে ভুগছেন

প্রথম পাতার পর

আয়োজন করা হয়েছিল তৃণমূলের পক্ষ থেকে।

এদিনের সভায় জ্যোতিপ্রিয় বাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য, বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর, তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী সহ অনেকেই। এ দিনের সভা মঞ্চ থেকে মমতা দেবী শুভেন্দু বাবু ও শান্তনু বাবুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, "বেঁচে থাকতে এই দেশ থেকে একটা মতুয়াকেও বের করতে দেব না।" তিনি দাবি করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আগে এ দেশের নাগরিক হতে হবে। তারপর আমাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ নিতে আসবেন। ওনাদেরও যা নথিপত্র আছে, আমাদেরও সেই নথিপত্র আছে। ওরা নাগরিক হলে আমরাও নাগরিক।" এদিন তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন 'নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু করলে তারপর দেখুন আমরা কী করতে পারি!

জ্যোতিপ্রিয় বাবু এদিন মতুয়া ঠাকুর বাড়িকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তার কথায় ঠাকুরবাড়িকে নিয়ে আমরা কখনো রাজনীতি করিনি। ঠাকুর বাড়িকে নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি করা বন্ধ করুন। যাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড আছে, তারাই এদেশের নাগরিক। নতুন করে নাগরিকত্ব নেওয়ার প্রয়োজন নেই। দেবাংশু বাবু বলেন, "এনআরসি, সিএএ এর নামে বিজেপি একটা ফাঁদ পেতেছে। নাগরিকত্ব করতে হলে নিঃশর্ত দিন। আবেদন কেন করতে হবে?"

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "যাদের ভোটে আমি বিধায়ক হলাম, শান্তনু ঠাকুর সাংসদ হল, তারা কি করে বে-নাগরিক হয়ে যেতে পারে? তাহলে আমাদের বিধায়ক সাংসদ পদওতো বে-আইনি।"

বিজেপির সভার তুলনায় এদিন অনেক বেশি মানুষ সভায় এসেছিলেন। ডংকা, কাশি, নিশান নিয়ে মতুয়া ভক্তদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর দূরান্ত থেকে বাস অটো ম্যাটাডোর ভর্তি করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে মতুয়া ভক্তরাও এদিন সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে এদিন যোগাযোগ করা যায়নি। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "লোকসভা এবং রাজ্যসভায় কেন তৃণমূল সিএএ এর বিরোধিতা করেনি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট পেতে তৃণমূল সিএএ নিয়ে নাটক শুরু করেছে। সিএএ কারুর নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না, নাগরিকত্ব দেয়।" যে কোনো ভোটের আগেই বনগাঁ মহকুমা এলাকায় মতুয়াদের সমর্থন পেতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তাঁর আগে ফের মতুয়াদের নিয়ে সেই প্রতিযোগিতাই শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

চাঁদপাড়ায় চালু হচ্ছে সরকার অনুমোদিত ইংরাজি মাধ্যম স্কুল

নীরেশ ভৌমিক ঃ আসন্ন ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চালু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ইংরেজি মাধ্যমে পঠন- পাঠন। বিদ্যালয়ের কর্মদ্যোগী প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলামের উদ্যোগে বনগাঁ মহকুমার মধ্যে চাঁদপাড়াতেই প্রথম ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই অনলাইনে ভর্তির আবেদন পত্র জমার কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ভর্তির কাজ শুরু হবে। বর্তমানে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেনি পর্যন্ত পঠন- পাঠন চলবে। তবে বর্তমানে শুধু ছাত্রদেরই ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক গৌতম সাহা জানান, আগামীতে স্কুলটিতে সহ শিক্ষামূলক পঠন- পাঠনের অনুমোদন পেলে ছাত্রীদের ও ইংরেজি মাধ্যম বিভাগে ভর্তি নেওয়া হবে। সে ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। চাঁদপাড়ায় সরকার অনুমোদিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু হওয়ায় খুশি ব্লকের সকল শিক্ষানুরাগি ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
www.sarbabhaumasamachar.in
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**